দুনিয়ার মজদুর এক হও!

শোষণ-বৈষম্য ও মজুরী দাসত্বের শৃংঙ্খল ভাঙ্গবোই

বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন

দেশের সকল গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল আন্দোলন শ্রমিক-কর্মচারীদের রক্তে সিক্ত। তাদের রক্তে-ঘামে, শ্রমে-আন্দোলনে গড়ে উঠেছে এ দেশ। অথচ স্বাধীন এ দেশে তাদের নেই জীবন-জীবিকার অধিকার। একটু খেয়ে পরে ভালো করে বাঁচবার অধিকার। কাজের অধিকার, ন্যায্য মজুরীর অধিকার কোনোটাই তাদের নেই। সাংবিধানিক অধিকার হলেও এখনও পর্যন্ত তারা পায়নি সংগঠন তথা ট্রেড ইউনিয়ন করবার অধিকার।

অন্যদিকে তাদের উপর অব্যাহত রয়েছে পুঁজিবাদী মালিক শ্রেণীর নির্মম অত্যাচার ও শ্রমশোষণ। ভোরে উঠে জীবন উপভোগের সকল সুযোগবঞ্চিত এই শ্রমিক কর্মচারীরা ছুটে কর্মস্থলে। সারাদিন কলকারখানায় অমানুষিক খাটে যে শ্রমিক কর্মচারীরা, তাদের জন্য মালিকরা কোথাও নিশ্চিত করছে না কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ। ভবন ধ্বসে মৃত্যু, আগুনে পুড়ে মৃত্যু, অনাহারে মৃত্যু এই যেন তাদের নিয়তি। এক সাভারের রানা প্লাজা ধ্বসে মারা গেছে হাজারো গার্মেন্টস শ্রমিক। চট্টগ্রাম, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুরসহ বিভিন্ন জায়গায় আগুনে পুড়ে মারা গেছে শত শত শ্রমিক। মালিক শ্রেণীর এ অবহেলা, অন্যায় জুলুম, শোষণ-নির্যাতন বন্ধে সরকারেরও নেই কোনো ভূমিকা।

বিশ্বব্যাংক, আই,এম,এফ'র পরামর্শে চলছে শ্রমিক ছাঁটাই, বিরাষ্ট্রীয়করণ। দেশের পুঁজিপতি শ্রেণী এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যৌথ স্বার্থে মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে রাষ্ট্রীয় শিল্প একে একে বন্ধ হচ্ছে।

দেশীয় ও সাম্রাজ্যবাদী ধনীক পুঁজিপতি শ্রেণী যখন এদেশের শ্রমিক কর্মচারীদের উপর অমানুষিক শোষণ-নিপীড়ণ চালাচ্ছে তখন আপোষহীন লড়াই শ্রমজীবী মানুষের বেঁচে থাকার একমাত্র হাতিয়ার, অধিকার আদায়ের একমাত্র অবলম্বন। এদেশে পূর্বেও অনেক বড় বড় সংগঠন আন্দোলন তৈরি হয়েছে। কিন্তু শ্রমিকদের

প্রকৃত অর্থে রাজনৈতিকভাবে শ্রেণীসচেতন করতে না পারার কারণে এ আন্দোলন কিছু দাবি-দাওয়া ও আইনগত অধিকারের কথাই তুলে ধরেছে বার বার। আর সুবিধাবাদী নেতৃত্বের হাতে পড়ে এ আন্দোলনগুলো পথ হারিয়েছে সবসময়।

এ রাষ্ট্র, রাষ্ট্রশক্তি, আইন-কানুন, রাজনীতি সব মালিকদের স্বার্থে পরিচালিত। মালিকদের মুনাফার স্বার্থে পরিচালিত সমাজ বা রাষ্ট্র শ্রমিক-কর্মচারীদের কষ্ট-যন্ত্রণা কখনও লাঘব করবে না। তাই শ্রমিক-কর্মচারীদের জীবনের এ দুর্দশাকে আলাদা করে দেখবার অবকাশ নেই।

এ পরিস্থিতিতে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিজেদেরকে যুক্ত করা ছাড়া শোষিত-বঞ্চিত মেহনতী মানুষের আজ আর কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন পুঁজিবাদী মালিকী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রেণীহীন শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সেই আন্দোলনে আপনার সমর্থন ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি।

১। আইন প্রণয়নসহ জাতীয় ন্যূনতম মজুরী ৮০০০ টাকা ঘোষণা কর। মালিকানা নির্বিশেষে দুই বোনাস, দুই গ্র্যাচুয়েটি, উৎসব বোনাস ও উৎপাদন বোনাস দিতে হবে। শ্রমিকদের আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। আর্মি রেটে রেশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

২। ইপিজেডসহ সকল শ্রমিক কর্মচারীদের অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার দিতে হবে। গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণয়ন কর। বিরাষ্ট্রীয়করণ পত্র, সার্ভিস বুক প্রদান করতে হবে।

৩। সম কাজে সম মজুরী দিতে হবে। ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি ও ভাতা দিতে হবে। কারখানায় উন্নত ও নিরাপদ কাজের

পরিবেশের ব্যবস্থা করতে হবে। কারখানায় উন্নত ও নিরাপদ কাজের পরিবেশের ব্যবস্থা করতে হবে। বিল্ডিং কোডসম্মত ভবন নির্মাণ, সুপরিসর সিড়ি ও অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। ভবন ধ্বস, অগ্নিকাণ্ডসহ বিভিন্ন ঘটনায় শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনার সাথে জড়িতদের শাস্তি ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। পূনর্বাসন ছাড়া রিক্সা, হকার, বস্তি উচ্ছেদ করা চলবে না। মোটর মেকানিক্স, চাতাল শ্রমিক, ইটভাঙ্গা শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, ঘাট শ্রমিক, প্রেস শ্রমিক, বই বাঁধাই শ্রমিক, হোটেল শ্রমিক, তাঁত শ্রমিক, বিড়ি শ্রমিক, চা শ্রমিক, চামড়া শ্রমিক, জাহাজ ভাঙ্গা শ্রমিকসহ সকল শ্রমিকদের ন্যায়-সংগত দাবি মানতে হবে।

৫। সংবিধানের সকল অগণতান্ত্রিক সংশোধনী বাতিল কর। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে হবে। নির্বাচনে কালো টাকা, পেশীশক্তি ও ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার বন্ধ কর। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দ্রুত কার্যকর কর।

বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন

কেন্দ্রীয় কমিটি

২২/১, তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০

ফোন: ৯৫৭৬৩৭৩